বাংলাদেশের

জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

Population & Census of Bangladesh

আদমশুমারি

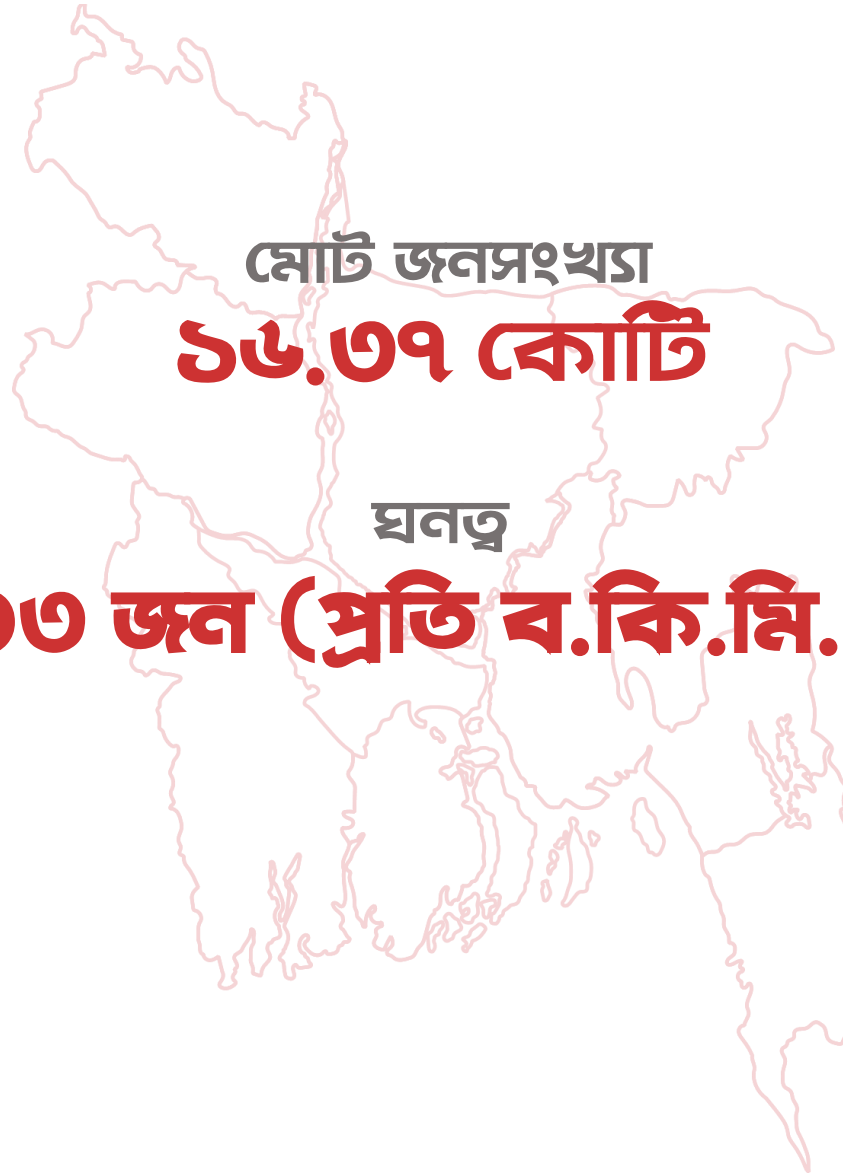

মোট জনসংখ্যা

১৬.৩৭ কোটি

ঘনত্ব

১১০৩ জন (প্রতি ব.কি.মি.) (২০১৭)

আদমশুমারি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

১.৩৭%

আদমশুমারি

পুরুষ-মহিলা অনুপাত

১০০.২ (২০১৭)

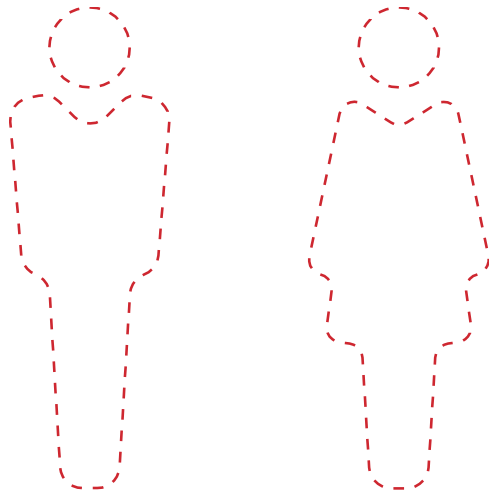

আদমশুমারি

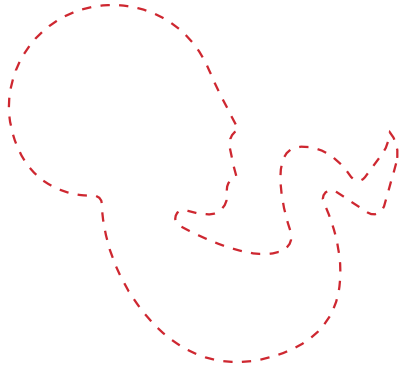

স্থূল জন্ম হার

১৮.৫ (প্রতি ১০০০ জনে) (২০১৭)

আদমশুমারি

মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার

২.০৫ (২০১৭)

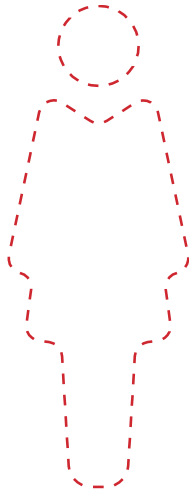

আদমশুমারি

প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছর)

আদমশুমারি

স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর+)

৭২. ৩% (২০১৭)

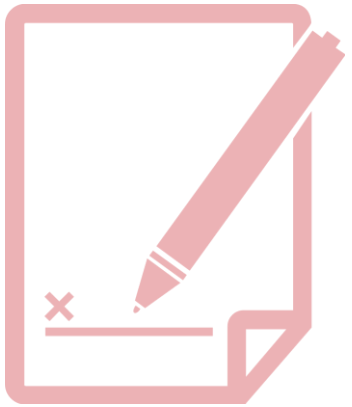

আদমশুমারি

দারিদ্রের হার

২১.৮% (২০১৮)

চরম দারিদ্রের হার

১১.৩% (২০১৮)

আদমশুমারি

চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয়

১৯০৯ মার্কিন ডলার

আদমশুমারি

মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার

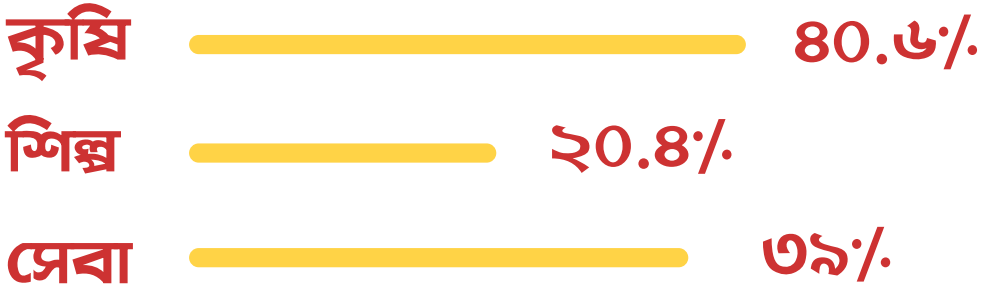

আদমশুমারি

স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়— **৫ বার**

প্রথম আদমশুমারী ⟶ **১৯৭৪**

সর্বশেষ (৫ম) আদমশুমারী - **২০১১**

ষষ্ঠ আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হবে - **২০২১ সালে**

বাংলাদেশে আদমশুমারি পরিচালনা করে **পরিসংখ্যান ব্যুরো**

আদমশুমারি

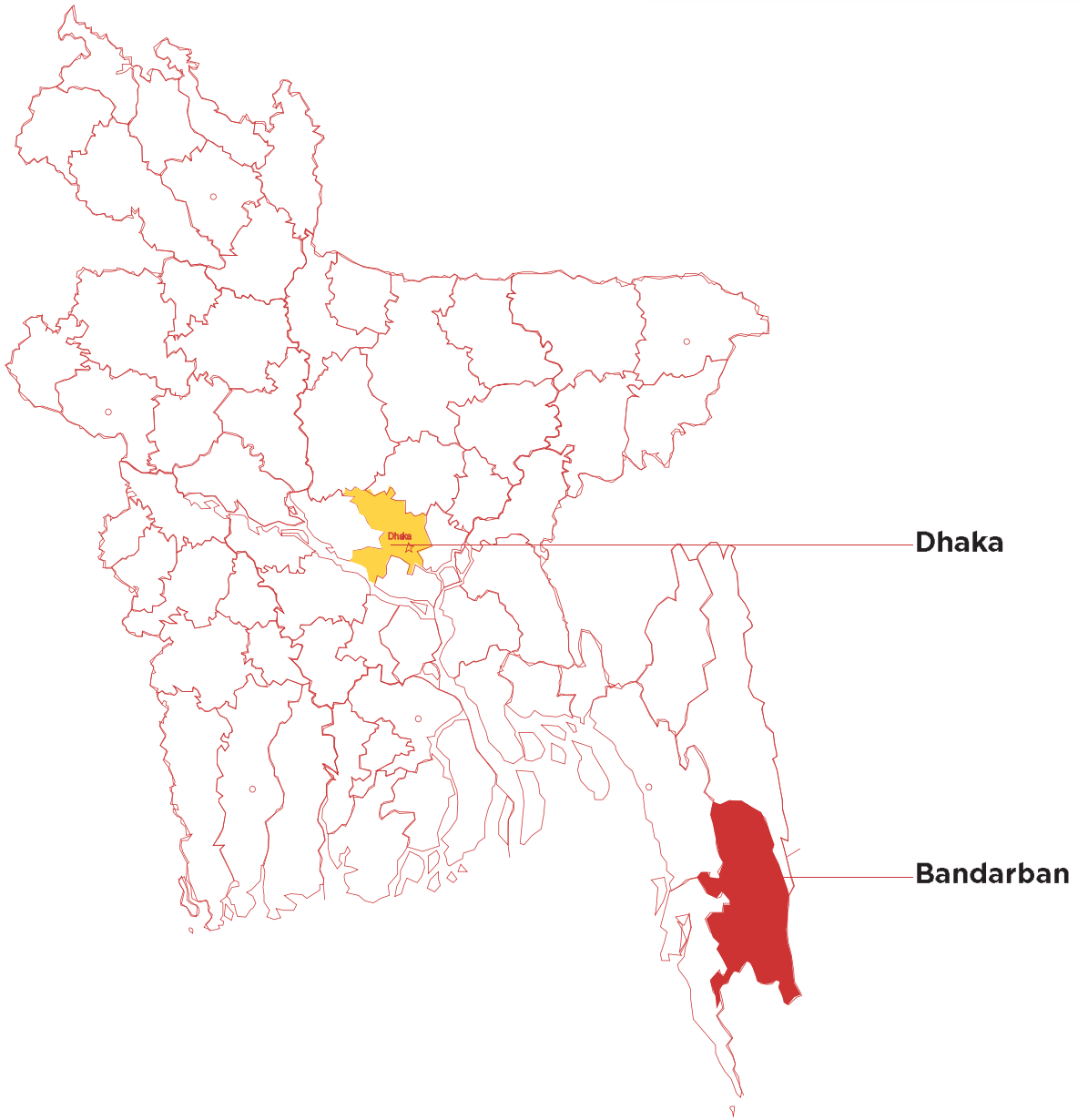

বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় সবচেয়ে কম লোক বাস করে

আদমশুমারি

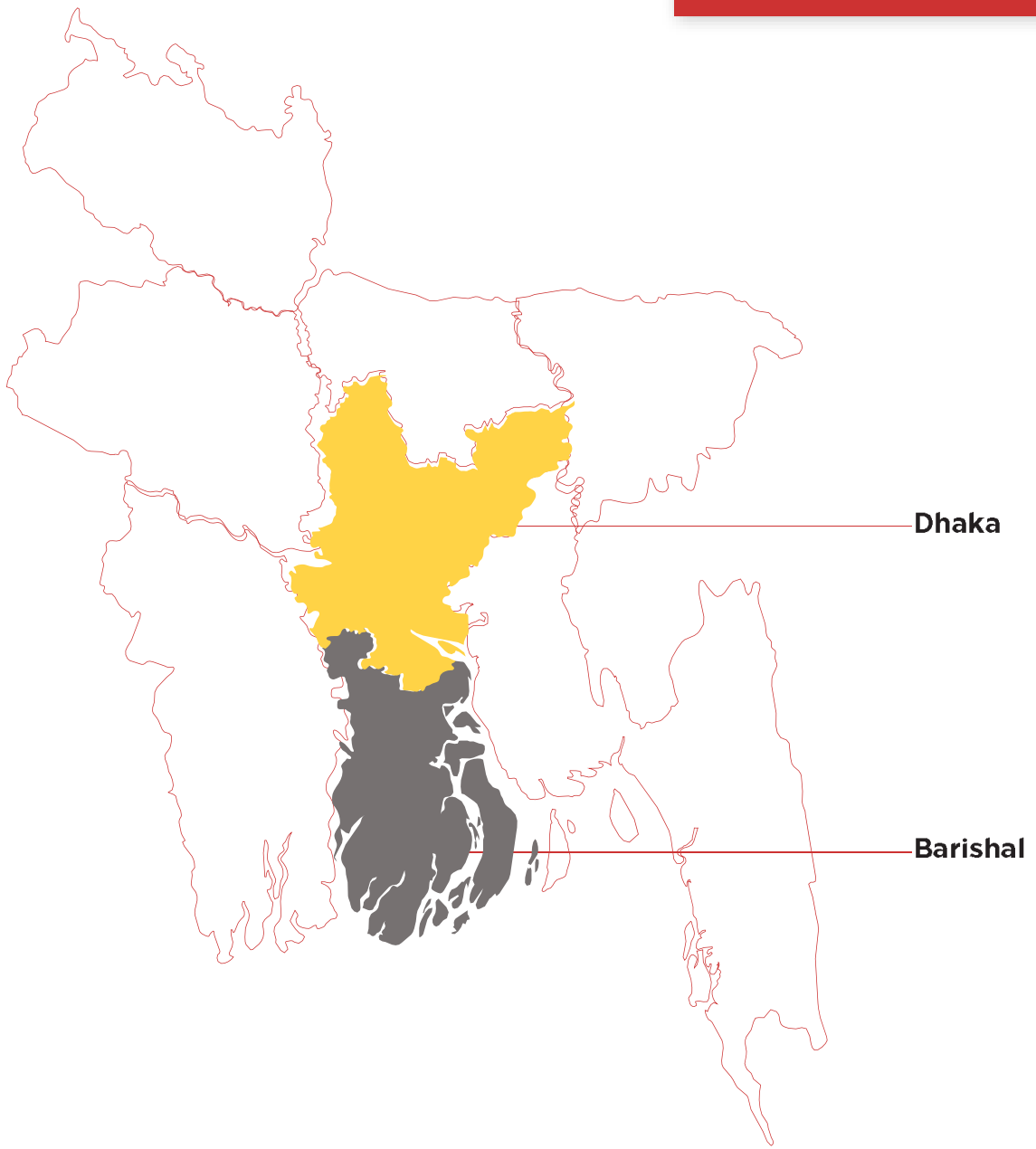

বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে

বাংলাদেশের **বরিশাল** বিভাগে সবচেয়ে কম লোক বাস করে

আদমশুমারি

ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় **১৮৭২** খ্রিস্টাব্দে

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় **১৯৭৪** খ্রিস্টাব্দে

আদমশুমারি

জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান

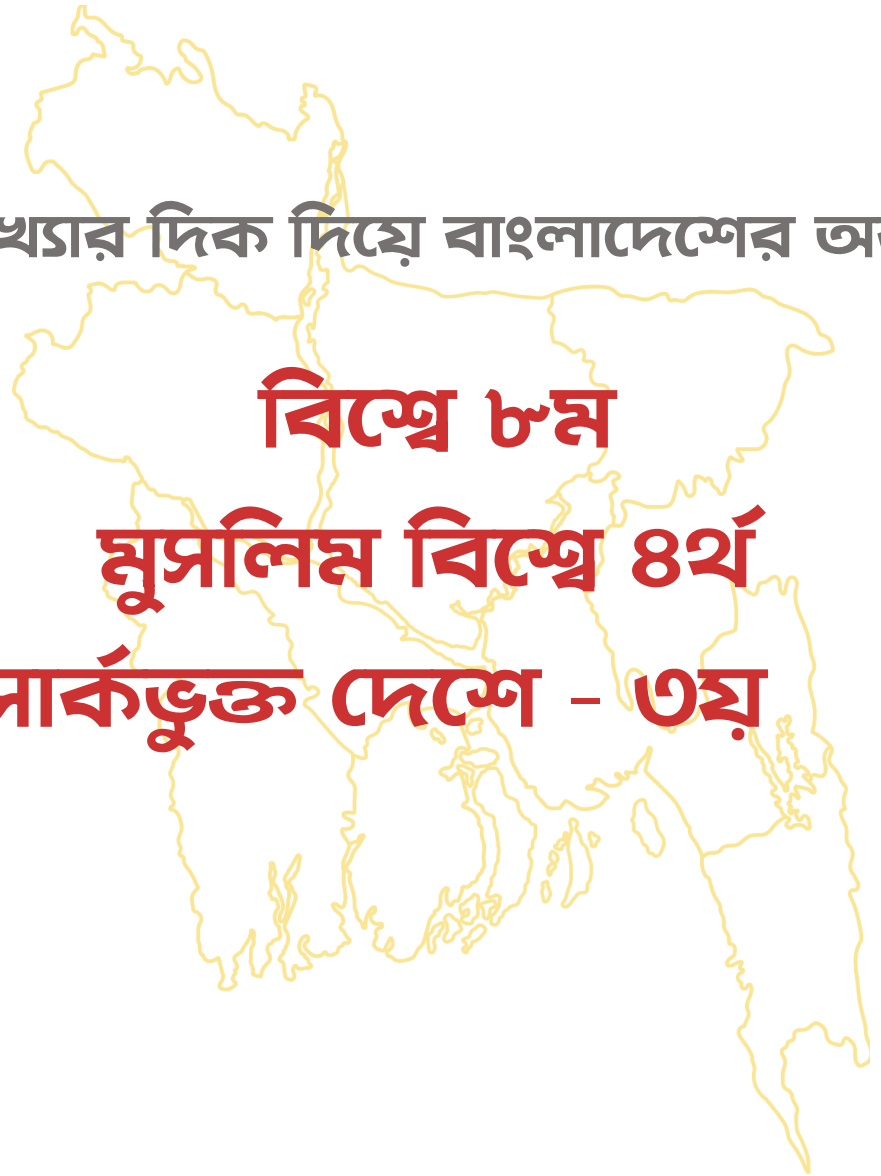

বিশ্বে ৮ম

মুসলিম বিশ্বে ৪র্থ

সার্কভুক্ত দেশে - ৩য়

আদমশুমারি

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুসারে

শিশু = ১৮ বছরের নিচে

কিশোর-কিশোরী = ১৪-১৮ বছর

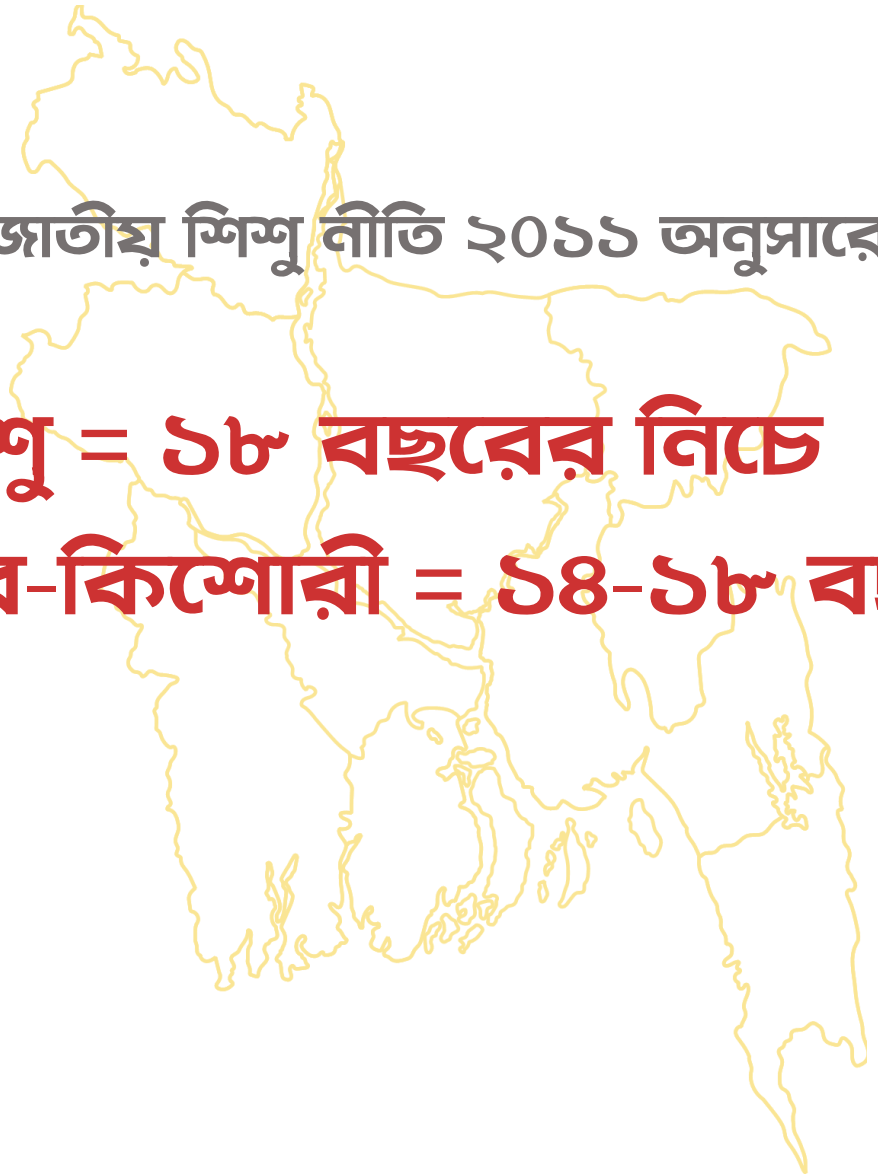

আদমশুমারি

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী **বাঙালি, অবাঙালি এমনকী জন্মের পর বহির্দেশে গমণকারীও** বাংলাদেশী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন।

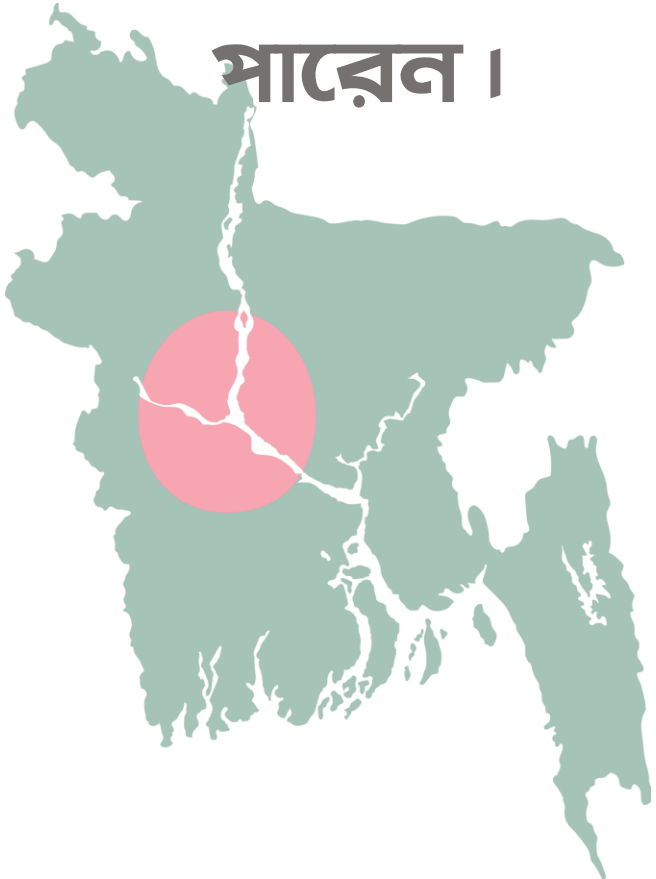

আদমশুমারি

অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে **বিদেশি কোনো নাগরিক** (পুরুষ/মহিলা) **বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের** (পুরুষ/মহিলা) সাথে **বিবাহ বন্ধনে** আবদ্ধ হলে তার **বাংলাদেশি নাগরিত্ব** লাভের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে

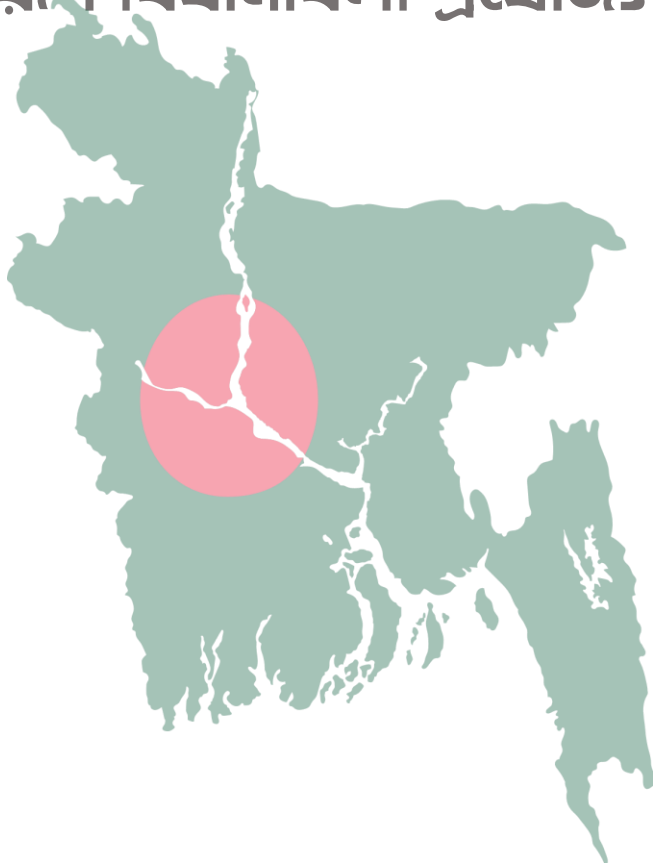

আদমশুমারি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম—
National Institute of Population Research & Training.

প্রতিষ্ঠিত হয়— **১৯৭৭ সালে**

অবস্থিত-- **আজিমপুর**

প্রতিষ্ঠানটি **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের** অধীন।

আদমশুমারি

বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়- **১৯৭৬ সালে।**

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়- **১৯৭৬ সালে।**

আদমশুমারি

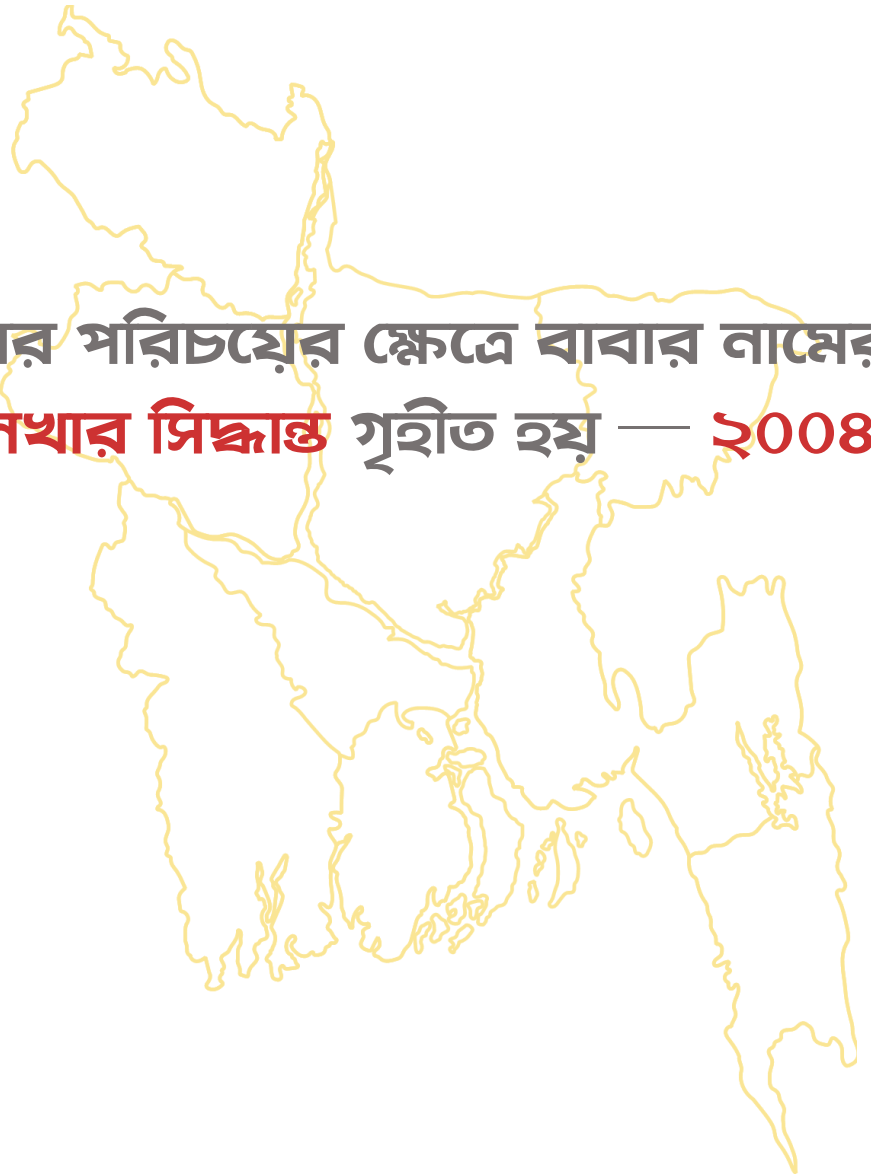

বাংলাদেশে সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার নামের **পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত** গৃহীত হয় — **২০০৪ সালে**।

আদমশুমারি

বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি - **পাসিংপাড়া, কেওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি।**

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি হচ্ছে এমন জনগোষ্ঠী যারা আলাদা **রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি** কিন্তু **নিজস্ব সংস্কৃতি** ধারণ করে বসবাস করছে।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

গারোদের ধর্মের নাম - **সাংসারেক;**
ভাষার নাম- **মান্দি।**

গারোদের ধর্মীয় উৎসবের নাম - **ওয়ানগালা।**

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ আছে **সংবিধানের ২৩(ক) অনুচ্ছেদে।**

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা — **৪৮টি** (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী)

সবচেয়ে বেশি উপজাতি বসবাস করে **পার্বত্য চট্টগ্রামে**।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

উপজাতিদের মধ্যে বাংলাদেশে বেশি বাস করে - **চাকমা,**
এদের ধর্ম **বৌদ্ধ**।

বাংলাদেশের **মাতৃতান্ত্রিক** উপজাতি **গারো ও খাসিয়া**। অন্যান্য সব
উপজতি **পিতৃতান্ত্রিক**।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

মুসলমান উপজাতি - **পাঙন**। তারা বাস করে- **মৌলভীবাজার**।

রাখাইনরা এসেছে মায়ানমারের **আরাকান** থেকে, বাস করে **পটুয়াখালী ও কক্সবাজারে**।

গারোরা বাস করে - **ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও নেত্রকোনায়**।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

খাসিয়া ও মনিপুরীরা বাস করে - সিলেটে, মগরা - বান্দরবানে।

সাঁওতালরা বাস করে - রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুরে।

বাংলাদেশে হাজংরা বসবাস করে বৃহত্তম ময়মনসিংহ অঞ্চলে।

রাজবংশী উপজাতিরা বাস করে রংপুর জেলায়।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা - ১৩ টি

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি ১টি।
বিরিসিরি নেত্রকোনায় অবস্থিত।

খিয়াং সমপ্রদায় বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। খিয়াংদের প্রধান উৎসবের নাম - সাংলান।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বর্ষবরণ উৎসব - **বৈসাবি**

বাংলাদেশে যে বিভাগে উপজাতি নেই - **খুলনা**

সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয় - **মাজি**

জলকেলি উৎসব - **রাখাইনদের**

খাসিয়া গ্রামগুলি পরিচিত **পুঞ্জি** নামে

ধন্যবাদ